দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার, ১৭ ভাদ্র, ১৩৯৯ ঃ ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২

তারিখ 1 SEP 1992

সন্ত্রাস দমনে ঐক্যবদ্ধ হোন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোববার দু'টি সশস্ত্র-গ্রুপের মধ্যে তীব্র বন্দুক যুদ্ধে এক ব্যক্তি নিহত এবং চারজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা যেমন অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মন্তুদ, তেমনি এ থেকে দেশের সর্বোচ্চ ও প্রাচীন বিদ্যাপীঠে তথা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এখনো কতটা বেপরোয়া তা-ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংবাদপত্রে এই ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ক্যাম্পাস এলাকায় পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও, একটি ছাত্র সংগঠনের বিবদমান দুই উপদলের সশস্ত্র তরুণদের মধ্যে এক ঘন্টা ধরে এই বন্দুক যুদ্ধ চলার ফলে পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে তীব্র আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং কলাভবন ও আশেপাশের হলগুলোতে শত শত ছাত্রছাত্রী আটকা পড়েন। এই অবস্থার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত পরীক্ষার্থীকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো অভিযোগ করেছে যে, 'সরকারী ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের বিবদমান উপদল এই ঘটনার জন্য দায়ী।' অন্যদিকে ছাত্র দলের এক বিবৃতিতে ক্যাম্পাসে গোলাগুলির দায়িত্ব অস্বীকার করে বলা হয়েছে যে, 'গণতান্ত্রিক সরকারকে টার্গেট করে গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব বিপন্ন করার জন্য সন্ত্রাসীরা এসব কাজ করেছে।' বস্তুত, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মর্মন্তুদ ঘটনা ও সন্ত্রাসের জন্য কে বা কারা দায়ী এটা নির্ণয় যেমন খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় হলো অবিলম্বে এবং সর্বতোপায়ে সন্ত্রাস বন্ধ করা। শিক্ষাঙ্গন থেকে তো বটেই, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সর্বক্ষেত্র থেকেই সন্ত্রাস নির্মূল অত্যন্ত জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যথায়, সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত ও আহতের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হওয়ারই আশংকা। উপদলীয় কোন্দলজনিত সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র শাহাবুদ্দীনের এবং সন্ত্রাসীদের হাতে ঢাকা কলেজের ছাত্র ফরহাদের মর্মন্তুদ মৃত্যুর পর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচ্য সন্ত্রাসী ঘটনা ও তার করুণ পরিণতি সে আশংকাই জাগিয়ে তোলে।

বিগত স্বৈরাচারী আমলে সৃষ্ট সন্ত্রাসের জের হিসাবে অব্যাহত সন্ত্রাস নির্মূল অবশ্যই সরকারের প্রধান ও বড় দায়িত্ব। কিন্তু পাশাপাশি বিরোধীদল এবং সমাজের সর্বমহলের দায়িত্বও কম নয়। কেননা, শিক্ষাঙ্গনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত সমাজ জীবনে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে সন্ত্রাসের ব্যাপক বিস্তার শুধু অনেক মর্মন্তুদ ঘটনা আর করুণ মৃত্যুরই উৎস এবং কারণ হয়নি, কষ্টার্জিত গণতন্ত্র আর গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিও হুমকি সৃষ্টি করেছে। সামাজিক ও জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ছাড়াও, সন্ত্রাস দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে ব্যাপক ও অব্যাহত সন্ত্রাস অনেক মূল্যবান জীবনের অকাল ও করুণ অবসান ঘটানো ছাড়াও দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্র সমাজ এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিকে আর অর্থনীতিকেই ধ্বংস করে দিতে উদ্যত। এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা বার বার সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন এবং পাশাপাশি সন্ত্রাস নির্মূলে ব্যাপক ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি, বিরোধীদলের প্রতি এবং সমাজের সর্বমহলের প্রতি আবেদন জানিয়েছি। সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও নির্মূলের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গণতান্ত্রিক সরকার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী তৎপরতা ও অভিযান জোরদার করা সত্ত্বেও, এবং বিরোধী দলসহ বিভিন্ন মহল থেকে সন্ত্রাসের অব্যাহত নিন্দা জ্ঞাপনের পরও রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতায় ও বন্দুক-যুদ্ধের ফলে ছাত্র ও পথচারীর করুণ মৃত্যু ঘটছে। শুধু এই রাজধানী নগরীর শিক্ষাঙ্গনে এবং অন্যত্রই নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই এ ধরনের সন্ত্রাস চলছে।

এসব মর্মন্তুদ ঘটনা এ-সত্যই তুলে ধরেছে যে, শিক্ষাঙ্গন ও সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে সরকারের একক এবং ব্যাপক প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, এজন্য দরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বসহ সর্বমহলের আন্তরিক এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ও সন্ত্রাস নির্মূলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ওপর বরাবরই গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন, এবং তিনি বিরোধীদলসহ সর্বমহলের সহযোগিতাও কামনা করেছেন। গত রোববারও বার্তা সংস্থা ইউএনবির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেছেন যে, সমাজে শান্তি ও শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সকল রাজনৈতিক দল সরকারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে জাতির আশাবাদই ব্যক্ত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই বিরোধীদলসমূহের বিশেষত সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার ও অন্যান্যদের দায়িত্ব হলো শুধু সন্ত্রাস দমনে গণতান্ত্রিক সরকারের 'ব্যর্থতার' সমালোচনা করাই নয়, বরং গণতন্ত্র রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা যাতে কার্যকর হতে পারে সেজন্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা দান এবং গঠনমূলক সুপারিশ প্রদান। সরকার ও বিরোধী দল সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, গণতন্ত্র বিরোধী ও সন্ত্রাসীরা যে গ্রুপ বা দলেরই হোক না কেন, তারা সবার জন্যই বিপজ্জনক, এবং আগুন নিয়ে খেলছে। সুতরাং, সন্ত্রাসীরা যাতে কোথাও আশ্রয় বা প্রশ্রয় না পায়, সে ব্যবস্থা গড়ে তোলাই বাঞ্ছনীয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, দেশে আইন ও শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাস নির্মূল করতে তার সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। তিনি বলেন, আনুগত্য নির্বিশেষে অপরাধী ও সন্ত্রাসী তৎপরতায় নিয়োজিত সকলকে শাস্তি দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রীর এই প্রত্যয়দৃঢ় বক্তব্য ও আশ্বাসের পর, এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশব্যাপী সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রত্যাশিত যে, সন্ত্রাস দমনে সর্বমহলের সহযোগিতা সম্প্রসারিত হবে, এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় লক্ষ্যও অর্জিত হবে।